JAN. 21 2002

JAN. 20 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

পাঁচ সচিব কমিটির রিপোর্ট এখন হিমাগারে ॥ বাস্তবায়নের কোন আগ্রহ নেই সরকারের!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ সচিব কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের ব্যাপারে জোট সরকারের আর তেমন আগ্রহ নেই। পাঁচ সচিব কমিটির রিপোর্ট এখন হিমাগারে। সচিব কমিটির পাঁচটি রিপোর্টে প্রশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, শিক্ষা উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রায় ১শ' টি সুপারিশ করা হয়েছিল। সরকারের প্রথম এক শ' দিনের মধ্যে এ সুপারিশ বাস্তবায়নের কথা ছিল। সরকারের ১শ' দিন পূরণ হলেও সচিব কমিটির দেয়া সুপারিশের ১০টিও বাস্তবায়ন হয়নি। সচিব কমিটির প্রশাসন সংক্রান্ত ৬টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র একটি সুপারিশ সরকার আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে। সচিব কমিটির অন্য রিপোর্ট নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে আর আলোচনা হয় না। ফলে এ নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৭ অক্টোবর নতুন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সচিবালয়ে সচিবদের সাথে বৈঠক করেন। তাঁদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নতুন সরকারের নীতি ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ করা হবে না বলে ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা পূরণের জন্য সময় নষ্ট না করে কাজ করার কথা বলেন। তিনি প্রশাসনসহ পাঁচটি অগ্রাধিকার বিষয় চিহ্নিত করে পাঁচজন সচিবের নেতৃত্বে পাঁচটি সচিব কমিটি গঠন করেন এবং কমিটিগুলোকে ৭ দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে তাঁদের রিপোর্ট দিতে বলা হয়। কমিটিগুলো যথাসময়েই তাদের রিপোর্ট কেবিনেট সচিব বরাবরে পেশ করে। রিপোর্টগুলো যথারীতি মন্ত্রিসভায়ও পেশ করা হয়। রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করে মন্ত্রিসভা সুপারিশগুলোর সঙ্গেও একমত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা যায়, রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নের পরিবর্তে পুরো রিপোর্টই হিমাগারে চলে গেছে।

সরকারের একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসন সংক্রান্ত সচিব কমিটি তাদের রিপোর্টে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও অফিস সময়সীমা নির্ধারণ, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির বয়স বৃদ্ধি, প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে

জনপ্রশাসন সংস্কার রিপোর্ট নিয়ে এখন আর কেউ উচ্চবাচ্য করছে না

নীতিমালা প্রণয়ন, জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট বাস্তবায়ন ইত্যাদি ৬ দফা গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দেয়। এর মধ্যে শুধু সাপ্তাহিক ছুটি ও অফিস সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়ে সচিব কমিটির আংশিক সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়। সচিব কমিটি সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার নির্ধারণ করার সুপারিশ করলেও মন্ত্রিসভা শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরির বয়স বৃদ্ধির সুপারিশ সরকার নাকচ করে দেয়। জনপ্রশাসন সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকার বাস্তবায়নের কথা বললেও এখন আর এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করছে না। ফলে দাতাগোষ্ঠীও এ নিয়ে সরকারের উপর ক্ষুব্ধ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিপোর্টের ব্যাপারেও সরকার পুরোপুরি নিশ্চুপ। এ কমিটির রিপোর্টে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট বন্ধ করে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি করার নীতিমালা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার বিভিন্ন চুক্তি করার ক্ষেত্রে সচিব কমিটির এ সুপারিশ অনুসরণ করছে না। শিক্ষা সংক্রান্ত সচিব কমিটির রিপোর্টে শিক্ষা ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার সুপারিশ করা হয়েছিল। সুপারিশে বলা হয়েছিল, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায়। সরকারের ১শ' দিনের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জরিপ ও ম্যাপিং করে মানসম্মত ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ, কোচিং ও প্রাইভেট পাঠ দান নিয়ন্ত্রণ করা এবং মান উন্নয়নের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ইংরেজী শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা এবং ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাসহ আরও সুপারিশ ছিল। কিন্তু এর কোনটি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের ব্যাপারে ২০ দফা সুপারিশ সংবলিত রিপোর্ট ছিল। এ সুপারিশে দলমত নির্বিশেষে অপরাধী বা সন্ত্রাসীদের দ্রুতগতিতে গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু, মামলা গ্রহণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত শুরু, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ৩ বছরের মধ্যে বদলির প্রয়োজন হলে একটি নির্দিষ্ট কমিটির পর্যালোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দখল-পুনর্দখল বন্ধ করা, ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে রাজনৈতিকভাবে প্রশ্রয় না দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব সুপারিশের খুব সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও বেশ কয়েকটি সুপারিশ দিয়েছিল সচিব কমিটি। এর মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাজার খুঁজতে বিদেশে প্রতিনিধি দল প্রেরণ, ভারতীয় বাজারে ২৫টি পণ্যের প্রবেশ নিশ্চিত করা ইত্যাদি ছিল। বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছে। কিন্তু বাণিজ্য সম্প্রসারণের আলামত এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি।